প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র শ্রীরণেন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৩৬২, জুলাই ১৯৫৫

দাম : দু-টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

উৎসর্গ

চিরন্তন বাংলা দেশকে

সূচী

এপারে (দেখলাম দু-চক্ষু ভ'রে, হে প্রভু ঈশ্বরমহাশয়) ৯
মিল (মিশোতে কি পারবে ঠিক ক'রে) ১১
চার্লস্ নদীর ধারে (স্মরণাতীতের রৌদ্রভূমি) ১২
বে-স্টেট রোডে (ঠিক তাই ; ধারে-আসা। একটি কথার প্রতি ধাপে) ১৩
এই বৃষ্টি (চিন্তার সমস্ত রং ধুয়ে গেছে শাদা হ'য়ে) ১৫
সমাবর্ত (নিরবধি কালের সকাল) ১৬
এস্পান্যোল্ (বঙ্কিম ভঙ্গিতে কাঁপা খেয়ালি পথের বেহালায়) ১৭
সংলাপ (সরু সামাজিক পথে চ'লে) ১৯
ভাঙা গোড়ালি (মায়ার জগতে তবু বুকভরা মায়া) ২১
ঈস্ট্ রিভার (পূর্বী নদী, যন্ত্রণার ঝাপসা রাত্রে) ২৩
দুই আগুন (একটু স'রে যেই এলো সে) ২৫
বিসংগতি (হোক না যতই মৃদু, তবু) ২৭
স্টীম লাইনর থেকে (কেউ বুঝি বলেনি তোমায়) ২৮
এরোপ্লেনে (কোনো মানে নেই শুধু আলোয হঠাৎ এক হওয়া) ৩০

দুই

সঙ্গ (এক, দুই, তিন) ৩৫
দিন (দেখ, কী অদ্ভুত দিন এলো) ৩৮
অ্যান্ আর্বার (পৌঁছতে আজ তো বেশি লাগেনি সময় ?) ৩৯
ছবি (আরো যেন বাজনা বাজা দূর হ'তে) ৪০
আরুণি (কোন পথিকের নাম এই ঘরে বাঁধো) ৪১
রাগিণী (ধরো কি ধ্বনির জালে) ৪৩
রাত্রি (অতন্দ্রিলা, ঘুমোওনি জানি) ৪৪
মিলন দিগন্ত (কাছাকাছি ফিরে আসা দু-জনের বেদনা বাতাসে) ৪৫
এই হ্রদ (পুরোনো শালের লাল পশমের লাল) ৪৭
দুই স্বপ্ন ("কেন দু-জনায় তবু ধরণীতে স্বচ্ছ অন্তরাল ?") ৪৯

তিন

ইতিহাস (নেবুরঙা শার্টপরা একটি মানুষ এসেছিলো) ৫৩
মারী মূর্তি (নিশ্চয় অনেক ভালো, ক্যান্‌সসের ক্লিষ্ট মাঠে গিয়ে) ৫৬

অপঘাত (নতুন পার্কার পেনে মসৃণ কাগজে পদ্য লেখা) ৫৮
"ইয়ং কল্যাণী অজরা মর্ত্তস্থ অমৃতা গৃহে" (চেয়েছি আলোর ঘরে) ৫৯
কাংগ্রা ছবি (তোরণে মণ্ডিত নীল, চিত্রদিন, একই সমর্পণ) ৬০
ধম্মকায় (বোবা করো, বধির স্তব্ধতা দাও) ৬২
Zen-ধরনে (দ্রিমিদ্রিমি ঢেউ বুঝি সমে থামে) ৬৩
পদাবলী (পায়ের ছাপ কি দেখেছো ধুলোতে) ৬৪
দয়িতা (বড়ো ব্যথা পেয়েছিলো অগাধ জলের ধারে গিয়ে) ৬৫
ইমন কল্যাণ (অবান্তর হোক মন তির্যক পূর্বতা বেয়ে) ৬৬
দিঘি (যেখানে সে ডুবে আছে) ৬৮
শীতের সন্ধ্যা (শাদা-কালো-ছায়া সিল্কের পটে) ৬৯
ত্রয়ী (কালো পাথরের শীতে অচল মূর্তির সারি জমে) ৭০
অমরাবতী (সেও তো শরীর, সূক্ষ্ম, ব্যাপ্ত তনু, আমার শরীর) ৭৩

পালা-বদল

এপারে

দেখলাম দু-চক্ষু ভ'রে, হে প্রভু ঈশ্বরমহাশয়
চৈতন্যে প্রসন্ন সূর্য,
                        খচিত রাত্রির দেয়া গান
রেডিয়ো নক্ষত্রে বাজলো এই দেহে ঝিমঝিম দূরে
শিরায় জড়ানো নহবৎ।
                              ইন্দ্রিয়ের চূর্ণ সুরে
জেগেছে সংসার প্রান্তে আদিম গায়ত্রীমন্ত্রময়
ভুভূর্বঃ স্বঃ।
                  হোক না স্বেচ্ছায় বন্দী প্রাণ
হঠাৎ মুক্তি সে পেল।
                            (কিছু বন্দীদশা ইচ্ছাতীত,
সে তর্কে নামবো না আজ।)
                                    মহাশয়, পার্থিবের দেশে
স্বীকার্য, অনেক হ'লো : সভ্যতা যতই পাপ কাজে
যুদ্ধে হানে জ্যোতির্বুদ্ধি, রক্তবহা যন্ত্রণা সমাজে
গঙ্গোত্রীর ধারা নেমে বার-বার অলক্ষ্য রঙ্গিত
ধুয়ে মুছে দিয়ে গেলো মুহূর্তে অক্ষয় লোকালয়
কোটি মৃত্যু কান্না ছোঁয়া সমুদ্রের নীল নিরুদ্দেশে।
        শুধু আজ্ঞা দাও, যেন বুঝি
                                          আয়ুকাব্য মহাময়
        অধ্যায়ে-অধ্যায়ে খোলা অভাব্যের এই পরিচয়
        গ্রন্থিবাঁধা তারি মধ্যে এসে আমি জন্মমৃত্যুপারে
        আজো কোন খুঁজি বাসা,
                                        এদিকে পঞ্চাশ হ'লো, দিন
        এ যাত্রা সন্ধ্যায় ক্রমে সন্ধিক্ষণে হ'য়ে আসে ক্ষীণ

পালা-বদলের বেলা,

মেলাবে কি যোগ অন্ধকারে

সৌরধুলো তৈরি দেহ রাখি যবে, ঘরে-ফেরা বাঁশি—
বহু পথ এসেছি তো বস্টনে বাঙালি দূরবাসী ॥

মিল

মিশোতে কি পারবে ঠিক ক'রে
মৃত্যুকেই এ মুক্তি-জীবনে
রোজ-রোজ ;
যেমন নীলের ধূলি পৃথিবী মাটিতে গাঁথা অবলীন
প্রাণবায়ু প্রাণভূমি প্রাণশূন্য।
কান্নাবিন্দু অলক্ষ্য মুক্তোয় ঝরা
এই যে আলোয় মিশ্র আপন বাংলার আশীর্বাণী
আনে দূরে ঘের-দেয়া এপারের ঘরে নিত্য সুধা,
সে কি এই শেষ দৃষ্টিভরা।
মনে হয় ফিরে-পাওয়া মৃন্ময়ী বাসায়
গোলকচাঁপার তলে ব'সে আছি,
খোয়াই-পেরোনো স্থির সম্পূর্ণ স্বীকৃতি
শান্তিনিকেতনে,
অথচ সবই সে কোন পূর্বজীবনের সন্ধিমাখা,
বিদেশের ক্ষণোজ্জ্বল সায়াহ্নে এখানে শুধু বাঁশি

যা-কিছু প্রত্যক্ষ তারি জরি
সূর্যসুতোর জালে আয়ুময় আন্দোলিত
মুহূর্ত মন্দিরে ঝলমল,
পর্দা সেও : তুলে তাকে
একেবারে দেখবো কি ডুবে-যাওয়া পান্থজীবনের
অবিচল ধারণায়—
প্রবাসে সর্বস্বহারা দিনে উদ্ভাসিত ;
পারবে কি, চৈতন্যময় মন,
পারবে কি ক্ষুধায় কাঁদা বুক ॥

চার্ল্‌স্‌ নদীর ধারে

স্মরণাতীতের রৌদ্রভূমি
সেখানে এনেছো তুমি,
        স্পষ্ট লেখা
নিবিড় ঘাসের গূঢ় রেখা
কচি নাচে
অঙ্গের আসঙ্গে ডুবে আছে
        শ্যামতর মাঠে ;
        মেঘোত্তীর্ণ শূন্যের ললাটে
এক জোড়া পানকৌড়ি তীর বেগে দূরে যায়
মধ্যাহ্নে বার্নিশ করা আকাশের গায়,
মনোপারে তীর পায় ;
কানের অচেনা পটে ভাষার বুনুনি
ঝুমঝুমি আদি কথা শুনি
        মানে যার অশব্দ কাকলি,—
        যেটুকুতে কাজ চলে শুনি আর বলি।
যে-কোনো দু-জনে গল্পে চলে রাস্তা দিয়ে
ছলছল বুকে যায় আত্মীয় বুলিয়ে,—
ভাবি ডেকে প্রশ্ন করি অন্য কোন দিনের কুশল
        কত কাল ভুলে যাওয়া জন্মফল ;
পাড়ার প্রত্যেক বাড়ি বিস্ময় আঙুল তুলে বলে :
        অন্য সংসারের চিম্‌নি তলে
        কোন এ শীতের লগ্নে উৎসবের বেলা এলো ফের,—
ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী প্রশ্নের ॥

বে-স্টেট রোডে

ঠিক তাই ; ধারে-আসা। একটি কথার প্রতি ধাপে
শব্দ যেই স্তব্ধ হ'য়ে ভাবনা আভার নীলে ঠেকে
সেখানে সিঁড়িতে বসা, পাশে দেখা পশ্চিমী পাতার
লাল তামা আসন্নতা নবেম্বরে, রঙা অশ্রুভার
অন্যতার প্রান্ত-নিঃশ্বসিত ; ট্রাফিকের ভিড় থেকে
কেম্ব্রিজের ব্রিজে শোনা সমস্ত নগর দূরে কাঁপে
একটি গুঞ্জন জনতার ; বারে-বারে শীর্ষে থামা,
ঊর্ধ্বে জ্বলে বৌদ্ধতারা, বহুরাত্রিপারে দৃষ্টিনামা ॥

ঘরে ফিরে শুভলক্ষ্মী রেকর্ডের শুভ্রতা ভজন
মুহূর্তের কণ্ঠে আনে দ্বাদশ দেউল জাগা তীর,
প্রবাস-সমুদ্রহীন, অকল্প চাওয়ার বুকে স্থির ;
কত দিন হ'য়ে গেলো খুঁজেছি সে পথের লগন।
নীল আঁকা চীনে হাঁস ফুলপাত্রে উড়েছে মিং যুগে
ডেস্কে তারি কাছে আসা ; শূন্য শান্ত ; বেঁচেছি দৈবাৎ
—কক্‌টেল্‌ আতিথ্যে কারো ধূম্রতা বিলাসী কক্ষে ভুগে—
কার্পেটে তুরানী নক্সা, নিয়ে তারি ঐন্দ্রিক দৃক্‌পাত ॥

চিত্র-আসি, তীর্থ-আসি : শিরায় মনের দুঃখে ঝড়ে
জমা-মেঘ-সন্তর্পিত ব্যবধান চূর্ণ-করা দিনে
পাতঞ্জলি সূত্র পড়ি, কৌচে শুয়ে ভাবি, বই খোলা
প্রাঞ্জল আয়ুকে কেন প্রত্যহ ধুলোর ধর্মে ভ'রে

অব্যবহিত-হারা অবিস্মিত ইট গেঁথে তোলা।
আখ্‌রোটের কাঠে-খোদা কাশ্মীর ভূস্বর্গ স্বপ্ন চিনে
চুম্‌কি-বসানো হ্রদ— মনে আছে? —ধরি বুকে তাই;
স্বামীজি অখিলানন্দ তাঁর কাছে মধ্যে-মধ্যে যাই॥

এই বৃষ্টি

চিন্তার সমস্ত রং ধুয়ে গেছে শাদা হ'য়ে
মনের প্রহরী ভিজছে ছাতি হাতে নিঃঝুম প্রহরে,
ঝুপঝুপ বৃষ্টির গলিতে
বাসনার আলোগুলো ঝিমিয়ে ঝাপসা জ্বলে পাশে।
হে বিরতি
ঘন রাত্রে কোনখানে একা স্তব্ধ চেয়ে আছ :
মেঘে-মেঘে ভয়ংকর আসন্নতা,
বোবা বুক চিরে ঝলে বর্ষার বিজলি শঙ্কাহারা,
শুধু মেনে নেওয়া বেলা, প্রবাসে যেমন॥

বসন্তের মাঝামাঝি এই বর্ষাকাল,
প্রস্তুত ছিলো না, তবু এলো যেই, ব্যস্ত মন
রাজি হ'লো ঘোরাফেরা চেনার কল্পনা ফুল ভুলে,
ফেলে গিয়ে ঘরে-ফেরা সুদূর কাহিনী,
শুধু ভিজতে, খানিকক্ষণ ধারাবাহী মগ্ন অবকাশে।
মাটির প্রতীক্ষা আর ঘাসের শ্যামতা সঞ্চারিত
নির্মন নতুন পাওয়া
অস্ফুট স্বদেশী ছাপ রেলিঙের ধারে॥

সমাবর্ত

নিরবধি কালের সকাল। নীল ইস্পাতী রেলে জ্ব'লে ওঠে
কালো দ্যুতি, দুটো-পঁচিশের ট্রেন এলো ব'লে, প্রশ্নচক্ষু স্থির
সিগ্‌নলের— হঠাৎ সবুজ দৃষ্টি— ঝোড়ো এক্‌স্‌প্রেস ছোটে
সময়ের অন্ত দূরে দূরে ; থেমে যায় আন্দোলিত ভিড়

কম্পিত পরিধি প্রান্তে ; পাশে অসংলগ্ন জলে গম্ভীর বকের
এক-পা বাড়ানো ধ্যান : মনে একটি মাছ ; উঁচু টেলিগ্রাফ তারে
কোটি বার্তা চলে তা কে জানে, তাতে ব'সে দোলায় সখের
পুচ্ছ বুনো পাখি, ভিন্ন লোকে ; মাঠে লাল ট্র্যাক্টর অন্যধারে।

মধ্য-মার্কিনে আছি মিসিসিপি পারে, চলেছি যে-ঘড়ি হাতে
টিকটিক আয়ু তার আনে ছিন্ন এটা-ওটা : খুঁজি নিঃসময়
কোন ঘটনার ছবি— বাংলা ভাষায় গাঁথা— চিরক্ষণে যাতে
শাদা বক, ব্যস্ত ট্রেন, বুকে ধরে এই সকালের পরিচয় ॥

এস্পান্যোল্

বঙ্কিম ভঙ্গিতে কাঁপা খেয়ালি পথের বেহালায়
দূর সমুদ্রের পথ চিনে
কেন এ ইস্পানি গান গাও এই কঠিন মার্কিনে ;
মধু তাল উত্তাল নৃত্যনীল স্বরে মাতা'
রোদ্দুরে বিদ্যুতে গাঁথা
বাজাও স্পন্দিত ধ্বনি ক্যাস্টানেটে।
হাল্‌কা খুশির ভান
অশ্রুতে করে আনচান
মেড্রিদের অলিন্দের একাকী উৎসুক বুক ফেটে ;
ভিড়ে ছুঁলো সে লাবণী অনির্দেশ মেঘের ভাসান।
এই গানে অলিভের ছায়া দোলে,
আঙুরের মিষ্টিতে সোনা মদরস ভ'রে তোলে,
আঙুলে মুদ্রার ভাষা, পায়ের নাচের তাল খোলে
এ-গানের যা-ই নাম দাও
এই গান
এই প্রেম, এই প্রাণ
কভু বাস্ক্, ক্যাটালনিয়ান্
পাহাড়ের নীল-কাটা আভা দৃষ্টি তাও
চেনা চেয়ে বেশি,
শুধু নয় মন্ত্র অন্যদেশী—
এর টুংটাং ঘণ্টা শাদা ধুলো রাস্তা বেয়ে
চঞ্চল চলন্ত কত জীবনীর ছায়া ছেয়ে
দাঁড়ায় মিনার তলে, পান্থশালা রঙিন বাজারে
প্রাচীন ইস্পানি খচা ভারি দরজা তারি ধারে ;
আজ আনে দু-দিনের রক্তে কোন আঁকাবাঁকা

যুগান্ত পৌঁছনো প্রাণ, বিস্মরণী ছাঁকনিতে ছাঁকা।
হয়তো পেরিয়ে পিরেনিসে
বিদ্রোহীর ধ্যানে মিশে
কাসাল্‌স্‌ চেলোয় তাঁর নির্বাসিত বেদনার স্পেন
অগণ্যের ঘরে জাগা
নতুন প্রাণনী লাগা
শৈলাভ গ্রামের বুকে এ-গান নিলেন ॥

সংলাপ

(১৯৫৫)

“সরু সামাজিক পথে চ’লে
একটু-আধটু কাঁচা জায়গা তবুও মনের মধ্যে রাখা :
আগাছায় ছায়া-দেয়া আদিমতা।
শোনো, বন্ধু, অলিগলি আঁকাবাঁকা তাতে ঘুরি।
চমক পাথরে মোড়া উজল মনন সভ্যতায়
অতিথি, তবুও ফিরে গিয়ে
ব’সে থাকি ভাঙা ঘাটে, সেই শিবতলা পুলে
গঙ্গার ওপারে, দেখি, কিছু নয়, মাছটা, পাখিটা,
কানাই ঘোরায় লাঠি, ছোটো ছেলেমেয়ে ভিড় করে,
হাঁ ক’রে তখুনি মানে জাদুবিছে, ভেঁপু কেনে।
দামী রাজ্যে স্বনির্বাসী গরিব বাঙালি
তারি যে নিতান্ত সাথী, ছেঁড়া চটি প’রে চ’লে যাই
আত্মীয় যুগের মধ্যগ্রামে,
একেবারে প্রাথমিক প্রণতির।
আহা, ঐ বোষ্টমী ভিখারি
কিছু না জেনেও গায় কত সে পুরোনো ধ্বনিভরা
গান,
ছন্দ তার যেন নান্দী পাঠ, একতারা বাজা
ভাঙা ব্যাকরণে মেশা পার্থিব যোগের সংসারতা
হাটের বাটের, ছোঁয়া রাধা-কৃষ্ণ প্রেমধ্যানে,
শিব-পার্বতীর কথা, শৈল স্নিগ্ধ নীল হিমাচল
হাওয়ায় পুজোর ঠাণ্ডা আনে কলকাতায়,
বাংলা ঘরে-ঘরে ;
এ সব বলবারই নয়, হয়তো, কী জানি

প্রামাণ্যই নয়, তবু এতেও সূক্ষ্ম ধন
নরহরি বার্তা আছে তোমাদেরও।
আশ্বিনে সানাই বাজে শোনো দূর শ্রুতি।
আজ আমার বুক ভরা, সবাইকে শ্রদ্ধা ক'রে বলি
সুন্দর স্বাগত দিলে, দেখো ছুটি অর্জেছি
দুই তীরে,
আন্তর্জাতিক মন শিকড়ে মাটিকে আঁকড়ে থাকে
যে-মাটি এ-বুকে আজো বাংলা পার্থিব,
যদি ফোটে মেঠো ফুল, তাই নাও সেই মাটি থেকে
যাত্রী-অর্ঘ্য নব বৎসরের॥"



ভাঙা গোড়ালি

(হাসপাতালে)

মায়ার জগতে তবু বুকভরা মায়া
—ওরা শুনে হেসে মাথা নাড়ে
বলে, সেও মায়ার অধর্ম,
অতি-মানসের খোঁজো কায়া—
হায়রে, প্রাণের মর্ম
জানি হাড়ে হাড়ে ॥

কঠোর পাহাড়ে
দেখেছি ফাটলে ফুল দুলন্ত হাওয়ায়,
লতার আঙুলে তন্তু, বৃন্তে পুনরায়
ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়া :
জানি হাড়ে হাড়ে ॥

করুণায় আলো-মুখ, সেবায় নিপুণ
নিঃশব্দের পদচারী অনিদ্র নিরত
আরোগ্য-ভবনে নার্স, ভাবি তার ব্রত
মৃত্যু চেয়ে কোন প্রাণ জানে বহু গুণ
দুঃখের দাহনে,
এত মায়া তবু এই মায়ার ভুবনে ॥

অদৃশ্যে শেলাই করে কে এই শরীরে
রিপু তার বিনি-সুতো ব্যথার গভীরে,

কল্যাণ অস্পর্শ তার হঠাৎ পুলকে
সূক্ষ্ম আলোর স্রোত বহায় অসাড়ে
—এসে জন্মলোকে
ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়া
জানি হাড়ে হাড়ে ॥

ঈস্ট্ রিভার

(ন্যুইয়র্ক হাসপাতালে)

পূর্বী নদী,
যন্ত্রণার ঝাপসা রাত্রে প্রগাঢ় শিরায় অন্তঃশীল
তুমি বও একধারা অশ্রুজল,
অনিদ্রার তলে-তলে হাড়ে
অতলান্ত সমুদ্রের স্পর্শ আনো মোহানায়,
ডুবে যাওয়া
মান্‌হাটানের পাশে।
লক্ষ বাসনার রাঙা দাহ দপ্‌দপ্‌
আলোর প্রলেপ উল্কি মুছে-মুছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে অন্তর্লীনা
তুমি
বার্বিটালের ঘুমে প্রান্তে জাগো শ্যাম স্রোতোধ্বনি
প্রশমিত শয্যাঘরে।
একা শুয়ে মগ্ন মনোবেগে দূরগামী
হারাই তোমার জলে খণ্ড বেলা, চূর্ণ কথা, লুপ্ত খেয়াঘাট,
ব্যর্থ ঘূর্ণি, যত ছিন্ন দোকানের পণ্যসারি ইচ্ছাভরা,
তীরে-তীরে
নিয়ন্‌ আলোর শঙ্কা।
ট্যাক্সি শব্দ পৌঁছে শান্ত হয়,
অন্ধকারে
তীব্রজ্বলা লাল রাস্তা, দ্রুত গলি, প্রগল্‌ভ বিদ্যুৎঝরা ছোটে
ব্রড্‌ওয়ের ন্যুইয়র্ক, নিশাচর,
তাও ছোঁও টেপা-সুইচের
হঠাৎ তিমির দোলে।
ধীর রক্তগতি সর্বময় সমতানে

বিলয় নিথরে ঢাকো শূন্য শেষ শীর্ষ মুষ্টিতোলা
এম্পায়ার স্টেট্,
উঁচু-নিচু পরিবার, ব্যবসায়ী সৌধ দৈত্য-
নাগরিক।
হঠাৎ প্রকাণ্ড ভার নেমে যায়।
রেডিয়ো-ফেনানো
বিজ্ঞাপিত শব্দস্তূপ ক্ষীণ মূর্ছা মেশে লুপ্ত কানে।
ঊর্ধ্বে তারা
ওঠে,
কাঁপে নিচু প্রতিফলিতের স্রোতে,
তরল প্রবাহ আয়নায়
ঝকঝকে ধ্রুব যুগ্মতায় সারারাত্রি।
সত্তা স্রোত, পূর্বী নদী,
হাসপাতালের ঘরে সাততলা ছুঁয়ে আনো ঘরের উদ্দেশ,
আরোগ্য অরুণোদয়।
ভোর ভাঙে। আগুন তোমার ঠাণ্ডা জলে
নতুন আয়ুর সূর্য।
ভারি চোখ ভরা চায় পাশে বারান্দায়,—
রবার-চাকার গাড়ি, কফি নিয়ে নার্স আসে
প্রশস্ত সকালে অন্যদিনে ;
নীল পর্দা খোলে যেই, ধীরে-ধীরে
তুমি দূরে স'রে যাও প্রাণনীতা,
পূর্বী নদী,
চলচ্ছবি ঐ জানলা পাশে
প্রাত্যহিক, স্টিমারের বাঁশি-বাজা।
ওদিকে উঠোনে বাস্ থামে
নাম-লেখা চলন্ত কপাল। ব্যস্ত যাত্রী। আরেক জীবন্ত বেলা॥

দুই আগুন

একটু স'রে যেই এলো সে
চিত্তছায়া থেকে
তীব্র কালো আগুন পিছে রেখে—

হঠাৎ এ কী প্রকাণ্ড রোদ!
যবের শীষের আগা
মাটির দাহে শ্যামল তবু,
সবুজ বিকাশ জাগা।
মার্কিনের এই মাঠে
নতুন আকাশ ফাটে।
মায়াহীনের চোখে বুলোয়
অচেনা সংসার
ভার কিছু নেই তার।
ঝর্না নদীর পাহাড়ে-তীর
আঙুর কুঞ্জ ডাকে,
ট্রেন চলেছে, নৌকো চলে,
নিশান ওড়ে বাঁকে॥

একলা দেখ পথে দাঁড়ায়
চোখের প্রদীপ জ্বালা,
শূন্যে চেয়ে পরায় কাকে মালা—

"ধন্য আমার স্বামী
সবার আবার আমি—

তোমায়-হারা মিথ্যে আগুন
প্রলয় পাতালগামী।
শির-ছেঁড়ানো সব-হারানো
বুক-ভাঙানো সুখে
এক মুহূর্তে এ কী বাঁচাও
হাসো সকৌতুকে॥"

বিসংগতি

হোক না যতই মৃদু, তবু
প্রসন্ন মেঘ উগ্র আগুন কোমল কালো
বজ্র হানা।
সবুজ ঘাস আর শ্যামল পাহাড় জ্বলছে দাহে
ভাঙা বুকের ছায়া সূর্যে।
তীব্র একার কেন্দ্র-ঝলক ঝিকঝিকিয়ে
রাঙা নরম ফুলের মুখে দারুণ ব্যথা
আভায় স্মিতা।
হায় অসীমা,
সারা বসন্ত কাশ্মীরি বন জাফ্রানি বাস
মর্মরিয়ে ক্যান্‌সসে ছোঁয় আপেল কুসুম
চেরি বনের মনের ঘ্রাণে—
তবুও দেখ সাহারার জিভ্ বালির প্রখর
হাড়ে হাড়ে হুহু করে গাছে-গাছে,
শুক্‌নো গমে।
শিরোক্কো ঝড় চোখের শিরায় পাঁজরে তেজ,
দিনদুপুরে
সেই পৃথিবী নীলের ঘণ্টা শূন্যে বাজায়,
চুল-দোলানো শিশু খেলে।
রুক্ষ কঠোর পিণাক ধ্বনি প্রাণের বাহন
চাঁদ জাগানো বাঁশির সুরে।
লাল টালি ঐ পাহাড়তলির বাড়ির পারে
হঠাৎ দ্রুত— চেয়ে দেখ—
আশমানি কোন ঈশান কোণের অশনায়া॥

স্ট্রীম লাইনর থেকে

কেউ বুঝি বলেনি তোমায়—
সূর্য উঠেছে স্নাত রাঙা শূন্যে
        তারার তোরণ পার হ'য়ে ;
                একটুও শেষ রাত নেই।
স্নিগ্ধ পূর্বতা কাঁপে বিন্দু তৃণে,
        রাশি-রাশি পাখি-ডাকে কুঞ্জিত স্টেশন।
        গেরুয়া আরক্ত নীলে
        ভোর ভাঙা রেখা চিরে ছুটেছে এ-ট্রেন
        চন্দন আলোর প্রসারে ;
                দিগন্তে অগাধ দৃষ্টির
পর্যায়ে-পর্যায়ে খোলে ধূসর প্রেয়রি,
                ঠাণ্ডা নীল কাঁচে
টেক্‌সসে আমার জানলা মাটি-রৌদ্র মাখা।
কেউ কি বলেনি
চিত্রিত জীবনে পাতা খোলা
ক্বচিৎ বসতি ঘেরা গাঢ় গাছ আন্দোলিত,
শিশু খেলে কিণ্ডারগার্টেনে ;
        উজ্জ্বল ছায়ার স্পর্শ ছিঁড়ে
        আলোর ঝালর মেশে বেগ্‌নি ক্যানিয়নে।
        স্ফটিকের ছুরি
একটু নদী ঝিরিঝিরি পাথরের তলে,
        সব সঙ্গ হারায় কোথায় ;
                        হঠাৎ তু-চোখে
        কালো-মাটি কাপাসের দ্রুত শ্যাম লাগা,
        দীর্ঘ ভূমিকায় ঠেকে :

রুদ্রাভ বালির রাঞ্চে যেখানে গোধূলি।
—আশ্চর্য প্রথম দেখি ধৃতি ধরণীর॥
পাত্র দাও, এই বুক পাত্র করো, প্রাণ,
ভ'রে-ভ'রে নেবো
উঁচু-নিচু আদিগন্ত মাঠ, স্বর্ণায়না
অপর্যাপ্ত অভ্রনীলা জ্যোতির অঙ্গনা বসুমতী।
তোমাকেই শোনো বলি,
এই ট্রেনে ফোটে ঝরে একটি দিন জ্বলন্ত মলিন—
অজানায়
যাত্রী আজ প্রবাসের আদিম দীক্ষার নত ক্ষণে
চলি যেই দূর স্যান্ অ্যান্টোনিয়োয়॥

এরোপ্লেনে

১

কোনো মানে নেই শুধু আলোয় হঠাৎ এক হওয়া,
বাঁচা না-বাঁচার চেয়ে চিরদিন বেশি—
কেউ আছে, কেউ নেই, কারো হাসি কারো কান্না ঐ
পবনে-পবনে মিশে উড়ে যায়।
বিদেশে শহরে এসে ক'দিনের আনন্দ সংসার,
চেনা হ'লো প্রতিবেশি,
চতুর্দিকে সে চেনার ছড়ায় আমেজ,
তার মধ্যে বার-বার সব-কিছু পেরিয়ে কেবলি
এক হওয়া মাথা নিচু ক'রে প্রাণে চাওয়া
—এই কি সে জীবনী যাপন॥

২

আয়ুঃক্ষণ মহাবিত্ত, প্রকাণ্ড নিরালা সময়ে,
ছায়াহীন ইস্পাতী দিগন্তে কিছু মায়া।
পর্দায়-পর্দায় রং লেগে যায় ক্ষণটুকু জুড়ে
তাকেই প্রাণের বলি একান্ত সময় ;
নিচে তারি গাছ নদী
প্রিয়জন সে-মুহূর্তে চলে,
দোকানে কলেজে ট্রেনে সেইক্ষণে আয়ু
কী বোঝায় কিছুই জানি না—
শুধু সে-মুহূর্তে বাঁচি তোমার ভুবনে॥

৩

কথা শেষ না হ'তেই
উড়েছে এ-প্লেন।

কথা কত স্তূপ হ’য়ে শাদা হ’য়ে আছে,
আছে নিচে চতুর্দিকে কাছে,
ব্যথার উত্তাপে,
মেঘ হ’য়ে।
আলোয় গলিয়ে কবে দেবো ফিরে তাকে
সূর্যের রাস্তায় যেতে সেই সব কথা—
বারান্দায় মাটির ঘরের ধারে,
রাস্তার ফুটন্ত বীথিপাশে ;
কথার আবেশ যদি ছড়ায় ঘূর্ণিত শূন্যকায়,
তবু জেনো শেষ কথা বাকি ছিলো ॥

৪

কোথায় অদৃশ্য চোখ মনে যায়-আসে
কোথা থেকে আসে যায়।
দৃষ্টি খোলে মেঘ-কাটা যোজন নীলান্ত দূরে নিচে
—এরোপ্লেন হংস চলে পাখা মেলে—
প্রাণের রৌদ্রের ধরা, যেখানে সে গৃহকাজে
নিরন্ত আশ্চর্য বয় দরিদ্র সংসার।
বাগানে লোহার তারে কাপড় শুকোয়,
গাঁদাফুল ফুটেছে সোনার গুচ্ছ,
ব্যথায় প্রভাতী বাজে কঠোর কোমল রামকেলি
অশ্রুত সানাই—
আমাদেরি নিতান্ত আপন
কী আনন্দ দোলে দু-দিনের ॥

৫

চেনার গরম হাওয়া
বয়,

ফিরে আসে পুরোনো পৃথিবী
প্রাণের সময়।
উহু কী পাথুরে শীত ছিন্ন ঊর্ধ্বক্ষণে
নিঃসীমা অজ্ঞান মননে,
মনে পড়ে ফিরে এসে—
মৃত্যু থেকে নামি যেই বার-বার॥

তুষার তুলোর তলে বীজ, তার
পশ্চিমী বসন্তে দ্রুত ফিরে প্রাণ পায়,
অবলীন অপূর্ব ধারণ
নব কলেবরে এই প্রাণমন
অবিকল্প সমাধির ঈথরস্পন্দিত অবসানে,
কল্প-কল্প অবতরণিকা॥

দুই

সঙ্গ

এক, দুই, তিন—
ঊর্ধ্বতর হিমালয়ে ধূম্র বরফের মেরুলোকে
পাথর-হিমের খাড়া পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কেটে
যারা ওঠে পরে-পরে উত্তুঙ্গ শীর্ষের দেয়ালে
প্রত্যেকেই তারা রয় একত্র একাকী—
প্রতি পদে পথ চিরে শুভ্র-ভাঙা মানস কুঠারে
যাচে পৃথকের উঁচু পৌঁছনো প্রসাদ জনে-জনে
যেখানে সবারে দেন মৌন ধ্যানে মূর্তিমতী
গিরি অন্নপূর্ণা তাঁর জ্যোতির্ময়ী সর্বোত্তম দান
আপন-পারের উত্তমতা ;
আসঙ্গের যে-সংগীত কানের চেতনে পাহাড়িরা
পায় একেবারে স্তব্ধতায়
কিংবা দড়ি-ছোঁয়া ছায়া সাহচর্য চেতনায় লীন,
সব তার সংসর্গতা অনাদি আদিম নীলালোকে
মিশে হয় অনিঃশেষ উজ্জ্বল নির্মল তুষারের।
শৈল অভিযান, তবু, কোথায় একের শিঙা বাজে,
মজ্জায় শরীরে বেঁকে প্রত্যেকের ওঠা বোঝা বেয়ে,
একাকীর পায়ে গুনে কোনোমতে, এক দুই তিন ॥

সমবায় নেই, যেই ঝোড়ো অরণ্যের মর্মে চ'লে
শিল্পের তন্ময়ী গুরু বেঠোভেন শব্দধ্যানে একা
তর্জমা করেন সৃষ্টি মগজের সংগীতের ঝড়ে
অসম সুষম এক প্রকাণ্ড একক সিম্ফনিতে ;
সেখানে বহুর পার, জর্মানির ঐশ্বর্য সংস্কৃতি
ভুলে-যাওয়া ব্যাকরণ, ধ্বনির অগম তলে—.

যেমন সমস্ত ভুলে নীহারিকা লোকে তারা-গামী
অঙ্কের সিঁড়িতে উঠে জটিল শূন্যের আরো শেষে
দেখে দূর অতন্দ্রিত পারে
জ্বলজ্বল অ্যাণ্ড্রোমিডা,—
আদি অন্ত নির্নিমেষ শুধু মহাবিশ্বে প্রকাশিত
অন্য সৌর জগতের জ্যোতি ;
ব্যাপ্ত এক ; সব সিঁড়ি, বীক্ষণের ক্রিয়া
সে-মুহূর্তে স'রে যায় প্রক্রিয়ার পারে :
অনন্তকে শোনা আর অনন্তকে দেখা,
অন্তরায় নেই কোনো জাগৃতির,
একা আর এক সম্মুখীন ॥

প্রাণে-প্রাণে মহাজ্যোতি প্রেমে জ্বেলে একা চলতে হয়,
হয়তো বা পাশাপাশি, হয়তো বা দূরে ;—
অত্যন্ত নিবিড় সেই সঙ্গ যারা জানে নিয়ে যেতে
নির্বাণ মাধুরী পারে,
তাদের সে একোত্তম শূন্যচারী অন্তহীনতার
পরিণয় জানবে না জগৎ ;
হেসে সেই মুক্তি দিয়ো, মুক্তি নিয়ো, সহচরী।
না বুঝুক এ-সংসার, শোনে যারা ধ্যানের দুন্দুভি
তাদের যে ভিন্ন পথ : তাদের সান্নিধ্য এককতা,
গঙ্গাধারা গঙ্গোত্রীর উজানে পৌঁছিয়ে তারা এক
শিবনেত্রতলে রাত্রিদিন।
আবার সংসার খেতে, ফেরি-ঘাটে, সাঁকো-তল দিয়ে
কখনো বা যুগ্মতায়, কভু শূন্য মাঠে,
একই তীর্থ যারা বুকে পায়
সংগমের বিশ্বাতীত গহন সন্ধানী,

অনন্ত রাগিণী সেই অলক্ষ্য সমুদ্র পারমিতা
—নয় বহু ভিড়ে হারা, নয় আঁধি
অলগ্ন সত্তায় তৈরি বাসনার—
আনন্দবর্ণিত স্বচ্ছতায়
মেলে তাই সর্ব বাধাহীন বারে-বারে ॥

দিন

দেখ, কী অদ্ভুত দিন এলো,
একখানা সোনালি চাদর ওড়া ;
কোথাও সেলাই নেই নীলাম্বরে—
আদি বিশ্ব কোনা থেকে লুটিয়েছে আমার পাড়ায়,
একেই তো বলি দিন, দৈনিক, প্রত্যহ।
যে-গরম মমতা মাখা প্রাণ
তারি স্পর্শাবেশে ঘুম থেকে
উঠে পায় এমন সমতা উদ্বেলিত,
তারি সঙ্গে বিনিস্থতো এই দিন এক ;
অঙ্গসুধা ধ্যানালোকে শুধু সত্তা উত্তরীয়।
কী ক'রে যে দু-চোখের একই দৃষ্টি ভিন্ন ক'রে
সৃষ্টিকে করেছি ছিন্ন এটা-ওটা বিবিধের ভিড়ে,
কী ক'রে এমন দিনের কোমলতা
প্রত্যক্ষ আবার হয় সমস্ত রাস্তার বাড়ি গাছে
মৃদু ঝলমল বুকে অখণ্ড বিচিত্র প্রতিদিন।
মধ্যে-মধ্যে মৃত্যু আছে, জন্ম আছে, তাই নিয়ে তারো বেশি
চিরন্তন সোনালি কাপড় একখানা॥

অ্যান্‌ আর্বার

পৌঁছতে আজ তো বেশি লাগেনি সময় ?
এই তো এখনো হাতে রয়েছে সে বন্ধ-করা চিঠি,
দুপুরের লম্বা ট্রেন এখনো চলেছে জানলা পারে,
ঐ দোলা ডাল থেকে দু-দণ্ড উড়েছে শূন্যে পাখি,
        এই তো চোখের মগ্ন ছবির অগাধ থেকে ওঠা
                জ্বলজ্বল বোঁটা এই মুহূর্তের
        ঝরঝর ধোয়া দিন সম্পূর্ণ আবার ভ'রে আসে—
                সাক্ষী সব-কিছু—
        যেখানে রওনা শুরু তার থেকে ঘড়ি বলে, শুধু
        মিনিট খানিকও নয় : দাঁড়িয়েছি একাকিনী তবু
        বসেছি পায়ের কাছে ॥

ছবি

আরো যেন বাজনা বাজা দূর হ'তে,
অথচ এ সাধারণ লোকালয়ে
—মার্কিনে যেখানে আছি—
দেয়ালে ফোটোতে তুমি কোন যুগ্মতায় চেয়ে আছ
কী ক'রে ও দৃষ্টি পেলে তুমি
আবিষ্ট নদীর ;
আনন্ত কোমল অক্ষি জাগা
ক্যারিলনে কম্পিত আকাশে ;
বুক থেকে সোনা-লাগা ছায়া মেঘে ছেয়ে
দু-দিককে বাঁধো কান্না পারে—
মনে হয় শনিবার সন্ধ্যাবেলা
ঘরে আসি
ঘর থেকে ॥

আরুণি

কোন পথিকের নাম এই ঘরে বাঁধো।
যে গিয়েছে তারি আরুণিক
চিহ্ন আঁকা স্মরণী ফলকে ;
আলোয় আকাশে খোলা বহুদিন
নম্রলেখা বহে গৃহদ্বার।
সমুদ্রের ওপারে আরুণি ॥
উদ্বেল চঞ্চল জলতীরে
সংসারের সাক্ষী সেই ছোটো বাড়ি
ঝাউঘেরা দূরে ;
অক্ষয় বালির খরতায়
সিঁড়ি নামে, শান্ত দৃষ্টি নীলধারা ॥
পরম আত্মীয় কত কাল
চ'লে গেছে,
তবু তার সব কথা ভোরে ভরা
বুকের একটি রেখা বেয়ে ফিরে জানি
কালান্তর দেশান্তর থেকে,
ঝোড়ো শব্দ-ঢেউয়ে কাঁপা।
হারানো সন্তান শোকে যাঁরা
শান্তির আশ্রয় গেঁথে পুরীপ্রান্তে
বাগানে ফুলের গাছে আমাদের নতুন সংসারে
দিলেন পুণ্যতা তীর্থ,
তাঁরাও গেছেন ;
স্বর্গভাঙা পরিবার আজ দুই লোকে।
অপরাহ্ণ ম্লান হ'য়ে আসা এ-জীবনে
মনোগামী আভা পথে যেতে-যেতে

হঠাৎ আরুণি দিন ফিরে পাই, রুদ্রাক্ষের
মন্ত্র ঠেকে প্রত্যক্ষ ধ্রুবতায়
প্রাণের প্রতীকে।
সন্ধ্যায় চামেলি বর্ণা আনন্দ ভবন
যে-বাড়ি আজকে আর নেই আমাদের,
তারি নাম দিক্ ধরণীতে
নিত্য সৌরতার
আসা আর যাওয়া শেষ করা
ঘরে-ফেরা দিন॥

রাগিণী

ধরো কি ধ্বনির জালে
ধ্যান তার, হে বীণাবাদিনী,
একাকী প্রাঙ্গণে ব'সে দূরাশ্রয়ী ভোরে
মণিকর্ণিকার ঘাটে চেয়ে—
ভৈঁরোর আলাপে।
তন্ত্রী কাঁপে মীড়ে-মীড়ে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে
গঙ্গার প্রত্যেক পুণ্য বিন্দু জলে,
স্রোতে সূর্য সমুদ্র স্যন্দনা।
সংগীতের ধারা বেয়ে তুমি
তাকে পাও যে-গেছে সংগমে,
যে-আছে অলোক দৃষ্টি মেলে
তোমার মুখের দিকে, পূজা-দীপে,
কখনো প্রত্যুষে আহ্নিকে।
তুমি শব্দে-শব্দে মূর্ছনায়
তারি দূরাগত সমাগম
খুঁজে পাও শ্রুতি ;
অশ্রুর নির্ঝরে জ্বলজ্বল
দ্রুত হয় ঝংকারে-ঝংকারে গীতাঙ্কনে
তোমার তন্ময় আঙুল,
এই শব্দমূর্তি বন্দনায়॥

রাত্রি

অতন্দ্রিলা,
ঘুমোওনি জানি
তাই চুপিচুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে
বলি, শোনো,
সৌরতারা ছাওয়া এই বিছানায়
—সূক্ষ্মজাল রাত্রির মশারি—
কত দীর্ঘ দু-জনার গেলো সারাদিন,
আলাদা নিশ্বাসে—
এতক্ষণে ছায়া-ছায়া পাশে ছুঁই
কী আশ্চর্য দু-জনে দু-জনা—
অতন্দ্রিলা,
হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না,
দেখি তুমি নেই ॥

মিলন দিগন্ত

কাছাকাছি ফিরে আসা দু-জনের বেদনা বাতাসে
ওদের সে দূর কাছে আসে ;
যে-দূর দু-জনে গেঁথে বছরে-বছরে বহুদিন
দুই তীরে ভরেছিলো বিচ্ছেদের নিরন্তে বিলীন।
পাশের বাড়ির কান্না, বৃষ্টিছাঁট অস্পষ্ট সকালে,
প্রত্যহের লগ্ন সারি, কত বোধনের জালে-জালে
বুকে-বুকে গড়া এক চিরাগ্নি বৃত্তের স্তব্ধতায়
যেন মৃত্যু ধোওয়া দোঁহে ফিরে পায়।
কত ট্রেনে চলেছিলো, টাইম-টেবিলে ঝাপ্‌সা চোখে
জল মুছে যাত্রা সেই মানসের, কল্পলোকে
চেনা হাতে চিঠি লেখা হঠাৎ প্রত্যক্ষ বুকে নিয়ে
উত্তর-না-পাওয়া বেলা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পারে গিয়ে
রোদ্দুরের এক রাত্রি সমুজ্জ্বল কোন আপনতা,
বাহুডোরে দু-জনায় খোঁজে সেই ডুবে-যাওয়া কথা ॥

কাছে-আসা দৈব বেলা লুকোয় কোটির কত দাবি
সাধ্য নেই মিলনের, সম্পূর্ণের পূর্ণতায় নাবি
দেবে যে দু-জনকে সেই অত বছরের ক্ষুধাভরা
সমস্ত বৃহৎ বিশ্ব, দু-জনার সত্তায় অক্ষরা।
বারে-বারে ভর ভর চোখে তাই, নত চেয়ে জানে
যুগ্মতা মিলনাতীত, আনন্দের বিদীর্ণ সন্ধানে—
নির্নিমেষ উদ্বোধিত এক চেতনায় পরস্পরে
দু-জনকে বিশ্বপ্রতীকের সাক্ষী করে ;
চূর্ণ বসন্তের নীল ক্ষণে

দিনধারণার বেশি বিস্মরণে
হঠাৎ প্রাঞ্জল মুগ্ধ আলিঙ্গনে বুঝি ওরা শেষে
সমস্ত অর্পিত সত্যে মেশে ॥

এই হ্রদ

পুরোনো শালের লাল পশমের লাল
মেপ্‌ল্‌ পাতায়
ঝরে হ্রদ-আয়নায়।
আগুনি বেগুনি বেলা হঠাৎ দারুণ
জ্ব'লে উঠে ডোবে বহুগুণ, গাঢ় ঢেউয়ে। নির্বিত আকাশে
হেমন্তের স'রে-যাওয়া ছায়া মেঘ ছেয়ে আসে,
ঐ ঝিল, ঝিনুকি সন্ধ্যায় করে ঝিলমিল।
জ্বলন্ত নক্ষত্র-খচা নীল
সারারাত্রি চলে, সুষুপ্তির গূঢ় তলে : কালো জলে।
ভোরে কে সবুজ-বেশী, রুমাল মাথায়, দ্রুত পায়
কলেজের উঁচু পথে চ'লে যায়, একই আলো ঠিক্‌রোনো
লেকে আর চোখে তার ; ঈষৎ ঝলক হাসি মনের লুকোনো,
মুখে দোলে, কোমল জ্যোতির কল্লোলে।
আইভি-জড়ানো থাম, লাইব্রেরি-সিঁড়ি, বাঁকে
জাপানী চেরির ভিড়ে শাদা ছায়া চেয়ে থাকে,
বসন্ত গলিতে
দলে-দলে, ছাত্র-ছাত্রী চলে, যৌবনী জনতা কলরোলে,
রোদ্দুরি নিভৃতে
চলচ্ছবি ধরে দিঘি ; বাঁধে পিয়ানোর টুংটাং, ভরে
কল্পিত আকাশী ঘন জেন্‌সিয়নের স্তরে-স্তরে
ফুটন্ত অক্ষরে।
নামে
অন্যদিন, ক্যান্‌সসের গ্রামে
রাশি-রাশি, স্নো-এর অজস্র পাপ্‌ড়ি নিঃশব্দবিলাসী
শুভ্র সূচির শিল্প। ভুলে-যাওয়া ছোটো হ্রদে ধুক্‌ধুক্‌

কাঁপে বুক, তুহিনঊর্মিত জলে, ধূসর শ্বেতাভ সমতলে ;
বরফের ধ্যান-জমা শীতের অগণ্য বহুপারে
শোনে তারি বাঁশি
নাগাল পায় না যার, যে চিরপ্রবাসী
মেডিটরেনিয়নের দৃষ্টি-তীরে, অলিভ-দোলানো রাস্তাধারে

দুই স্বপ্ন

"কেন দু-জনায় তবু ধরণীতে স্বচ্ছ অন্তরাল ?"

"ডাঙায় আমার বাসা, দৈবী তুমি
শুভ্রের শুভ্রতা হ'য়ে এলে উঠে কান্না নীল জল থেকে
আমারই উদয়,
ওগো মৎস্যনারী—
শঙ্কিত তরঙ্গদোল তখনো সে নিদ্রা সমুদ্রের
ঘুমাঙ্কিত অতি ভোর লাগা,
ছলছল তটে তুমি ছুঁলে কি ছায়ার ব্যবধান
এসে মর্ত সংসারের সূর্যতায় ?

আলাদা তোমায় খুঁজতে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ডুবেছি অতলে
ঘুলিয়ে তুলেছি জল কত ব্যর্থ আলোড়নে,
সুদীর্ঘ বিরহ তীব্রতায় ;
তাই দুঃখ পেয়ে শান্তি দিতে
প্রাঞ্জল তরল মণি মিলন মুক্তার সৌধ ছেড়ে
কঠিন রোদ্দুরে প্রতিভাত
শাপভ্রষ্ট নিজে তুমি এসে এই দু-দিনের তীরে,
হঠাৎ হয়েছো বন্দী মধ্য-অজানায়—
মাটির রচিত গূঢ় স্বপ্নালয়ে।
দেখি তুমি শহরের পাথরে হয়েছো মূর্তিমতী
সমুদ্র যেখানে প্রান্ত লোকালয়ে জাগা।
শান্ত, ঘাড় বেঁকে চেয়ে আছ
কম্পিত কান্তারে,
যে-গভীরে দু-জনার বাসা সেইদিকে ফিরে,

অন্যমনা মৃত্যু এই জীবনের দ্বন্দ্ব ভুলে,
যদিও সংসারে নিলে আপনতা বাঁধন আমার।”

“গভীরের জল থেকে বিচ্ছেদের সুন্দর ধরায়
কেন দু-জনার হ'লো জীবনের বিঘ্নময় দিন ?”

“প্রকাণ্ড শহর চূড়া সবুজ তামার প্রাচীনতা
তুলে ধরে বিস্মিত বাতাসে অন্তর,
ঝকঝকে এই দেশে সংসারের সহজতা ব'য়ে
ব্যস্ত মাধুরীর লগ্নে চলে কত লোকে,
তারা মুক্ত মনে হয়।
বল্‌টিক সমুদ্র ফালি নগরীর বুকে ঢুকে-আসা,
জাহাজ মাস্তুল জালে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে ঠেকে,
দূরের স্মরণী বয় পণ্যতায় আঁকাবাঁকা
ব্যস্ত দ্বীপের মধ্যে।
এও তো তোমার দেশ, মৎস্যনারী।
এইখানে বন্দী আমি, বন্দী তাই করেছি তোমাকে
জলরোল অনির্ণীত আহ্বান প্রচ্ছায়ে রক্তে দোলে,
তখন সহসা জানি মিলন অপার তলহীন,
বৃথা এই অকিঞ্চন অজস্র ঐশ্বর্য ধরণীর।

তবু এরি মধ্যে দিন যাবে,
দু-জনার ব্রত আজো বাকি ;
মৎস্যনারী,
ধুলোর স্বর্গের দাম পূর্ণ শোধ হবে।
তারপর এ-দিনের দ্বিধা দ্রব হ'য়ে নিত্যজলে
পাবো কোন মণি-সৌধ মুক্তির প্রবালে গড়া শেষে
সংসার অভিন্ন যেখানে ?”

তিন

ইতিহাস

নেবুরঙা শার্টপরা একটি মানুষ এসেছিলো
ঢালু মাটি মস্ত গাছ পেরিয়ে, নদীর ধার দিয়ে
ঘোড়া চ'ড়ে ;
কী মনে লাগলো তার, ফিরে গিয়ে
নির্জন চড়াইয়ে এলো আরো হু-জনার সঙ্গে, ব'সে
গাছতলে খানিকক্ষণ তিনজন (স্ত্রী আর গাঁয়ের খুড়ো হবে)
থলি খুলে রুটি সব্জি খেলো, ঘোড়া দাঁড়ালো গা ঘ'ষে
তারপরে গলা তুলে ডেকে উঠলো চিঁহি-চিঁহি রবে।
ঠুকঠাক দিনে-দিনে কাঠ কাটা, বাড়ি তোলা, ভালোবেসেছিলো

ওরা এই জায়গা। আজ সেখানে একটি খুদে পাড়া
ড্রাগ-স্টোর, বিয়র্-হল্ ; মস্ত গাছ আজও খাড়া ;
খুড়োর হদিশ নেই, শাদা অক্ষরে লেখা সিমেট্রিতে
একটা পাথরে জল-মোছা কার নাম, সেই স্ত্রীর,—
তারই সঙ্গে পুরুষের, বাইশ বছর পরে মারা যায় ;
এক ছেলে নেভাডায়, অন্য ক্যারিবিয়ানের তীর
কোন-এক দ্বীপের শহরে থাকে। খটখট শব্দ ওটা কাঠবেড়ালির।

২

পোল্ (ইতালিয়ানের সংখ্যা পাঁচ) ভাঙা ইংরেজিতে
তর্ক করে একত্র তিনজনে, ওরাই এখানে বেশি সংখ্যায় ;
উক্রেনের হুর্বৎসরে যুদ্ধের আগেই সিধে বল্টিমোরে
তারপরে ঘুরে-ঘুরে এলো সাতজন। চিনি-দানি থেকে
হু-চামচে চিনি নিয়ে কফি খায় রোগা যুবা, রেস্তরাঁয়
দেয়াল-কাগজ হল্‌দে, পেরেকের বহু দাগ, ডেকে
ওঠে সিমেণ্ট (না সোডিয়াম) কারখানা সাইরেন জোরে

কাঁপিয়ে উপত্যকা— গ্রামের প্রধান নির্ভর ঐ ফ্যাক্টরি ; ঘোরে
ঠাণ্ডা দুপুরে চিল,
খড় উঠে ঠেকে রকে, উঁচু জুতো প'রে
মেরুন-রঙের জামা ঐ যে মেয়েটি যায়, মুখে সুখ নেই,
কী করবে, জর্জিয়া থেকে বোন সে লিখেছে চ'লে যাবে
স্বামী-ছেলে ঘরে ফেলে— স্বামী একটু বেশি মদ খায়— পাবে
হলি-উডে কোন চাক্‌রি তাই মনে ক'রে ; ভাবে যেই
এঁর চোখে জল আসে।
দুটো মস্ত কুকুরের ঘেউঘেউ ডাকা গেটে
জেল-এর মতন বাড়ি, থাকে কারখানা-প্রভু স্মিথ্, স্টেটে
ডলার কুবের শ্রেষ্ঠ, কারখানা নানা খানে, কথা বলতে অন্য দৃষ্টি
চোখে ঘোরে,
টাক-মাথা, আপিসের যম, গ্রামের কিছুতে নেই, শিকাগোতে গাড়ি
নিজেই হাঁকিয়ে যায়, কিছুদিন থেকে ঘন-ঘন ট্রাকে ভ'রে
কী-সব জিনিস সব পাঠায় কোথায়। সন্ধ্যার ধুলোয় তাড়াতাড়ি
আজ বেলা নামলো রাঙা ব্যাপ্ত লাল,
"আনা,
ঘড়িতে দিয়েছো দম ?" ঘড়িটা আসলে মৃত, ভুলেছে সময়, নানা
ধুক্‌ধুক্ পেরিয়ে আজকে, মধ্যে-মধ্যে তবু চলে। খাটে শুয়ে
আনার দিদিমা
বারো বছর ঐ গির্জের পাশের ঘরে ; আনার বয়স দশ, নেই সীমা
উৎসাহ খুশির তার, মোটা নীল ফিতে চুলে বাঁধা, লাল গাল,
বাপের দোকানে সারাদিন কাজ করে, ভাই তার প্রত্যহ সকাল
সাতটায় সাইকেল চ'ড়ে চ'লে যায়, পাঁচ মাইল দূরে বালি-পথে
ফিলিং স্টেশনে, খবর এনেছে কাল নতুন প্রকাণ্ড বাঁধ হবে
এই দিকে, সিসি-আইসিস্ দুটো নদী বেঁধে। দূরে কোন
জায়গায় তবে

ইঁট বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে
থাকবে বহুলোক। এই গ্রাম
তাহ'লে
উঠে যাবে॥

মারী মূর্তি

নিশ্চয় অনেক ভালো, ক্যান্‌সসের ক্লিষ্ট মাঠে গিয়ে
ভূলুণ্ঠিত শস্য-হাতে অদৃশ্য চোখের জলে মানা
দগ্ধ প্রজ্ঞা : অনাবৃষ্টি।
তারপরে সেই দীক্ষা আনা
যার মন্ত্রে ট্র্যাক্টর, বৈদ্যুৎ কোদাল কাস্তে নিয়ে
অন্নপূর্ণা আবিভূর্তা,
ভূত-পাথরের মূর্তি নয়
বিজ্ঞানে কল্যাণে সন্ধি,
ল্যাবরেটরির পরিচয়
কর্মযোগে।
দক্ষিণেশ্বরের কালী জিহ্বা নিরুত্তর
লাল হ'য়ে র'ন ভক্তঘেরা,
উত্তরসাধক চলে
মূর্তিহানা দলে-দলে,
জানে তারা কৃষির ঈশ্বর
মাটিতে বীজের শক্তি, আত্মা শক্তি, চিত্তে তেজোবলে
উদ্ভাবিত সংঘতায় দেশে-দেশে।
মারী-জয়ী তা'রা
সবাই জানেনি ধ্রুব যেখানে জীবন পূর্ণধারা
বয় শুধু কাটা-খালে ট্যুব-ওয়েলে নয়, তারো পারে
পারমিতা,
তবুও এদের হাতে মনে চারিধারে
পথ খোলা,
যে-পথে পরমা গতি লোকে-লোকে পা'ন
অধিষ্ঠান সর্বজনে, অবিগ্রহ। সূক্ষ্ম প্রতারক,

গুরুপূজা, আপ্তবাক্য, অধিকারীভেদ গুণগান
শুধু হাসি নয়, অপমান এরা বোঝে ;
বিশ্বলোক
ঘরে-ঘরে স্বাধিকার, নরজন্মে সমান সম্মান,
—ধিক্ মার্কিনে এসে মিথ্যা ধর্মে পূর্বী প্রচারক ॥

অপঘাত

নতুন পার্কার পেনে মস্‌ৃণ কাগজে পদ্য লেখা,
মার্কিনের আয়োজন : জানলার বাহিরে রোদ্দুর,
একটু নীল পর্দা ছায়া, পাশে শেল্‌ফে দু-চারটে বই
(হাক্‌স্‌লির নতুন গদ্য, সমুদ্রের গল্প হেমিংওয়ের,
ইচ্ছেমতো পড়বার), চেলোর রেকর্ড রেখে ফের
বন্ধু চ'লে গেছে ; মনে কম্পিত শান্তির লাগে সুর,
ঘরে আসতে ঝিল-পথে দূর ভাবনা ডুবেছে অথই,
কোরিয়ায় যুদ্ধ থামবে ক্ষীণ বুঝি জাগে আশা-রেখা।

সারি-সারি কথা শুধু মস্‌ৃণ কলমে মিথ্যে লেখা,—
খাতা বন্ধ ক'রে বসি। দেখি সামনে অলগ্ন রোদ্দুর,
নীল পর্দার শূন্য, পাশে স্তব্ধ সদ্য-ছাপা বই
(ধার্মিক শঠ্যের ভাষ্য, উজ্জ্বল প্রবন্ধ ; হাঙরের
সঙ্গে যোঝে বুড়ো মাঝি : ঝোড়ো গল্প) কানে ক্ষীণ জের
ইস্পানি অদৃশ্য তন্ত্রী, মনের বাঙ্ময় কোথা সুর
কবিতায় ঝামরে আসা, ঝিলের ঝলক গেলো কই,
কোরিয়া আগুনে পোড়ে, রেডিয়ো ছড়ায় দগ্ধ রেখা॥

"ইয়ং কল্যাণী অজরা মর্ত্তস্য অমৃতা গৃহে"

—অথর্ব বেদ

চেয়েছি আলোর ঘরে এই দিন
দাঁড়িয়ো সিঁড়িতে,— প্রীতা,
মাধুর্য সংসারে মঙ্গলিতা,
এই দিন।
সানাই নাই বা থাকে, রঙিন পত্রালি শোকধ্বনি,
জেরেনিয়মের সারি, নিচে রাস্তা, কার্নিসের কোণে ঐ জেগে
নীলাক্ষী দিগন্তে ফুল-তোলা
নাইলন্ জরির পাড় মেঘে-মেঘে,
গুঞ্জনিত এরোপ্লেন দূরদেশী—
তোমার নতুন লগ্ন হোক।

এই দিন
পার হ'য়ে বহুশ্রুতি জনতার কোটি চিত্রলোক
জটিল শহর চা'ক শান্ত মুখে ;
দেশের চন্দনী ধূপ-লাগা
প্রবাসী আশ্চর্য খনে
সোনার চাবিতে মনে-মনে
দু-জনে দরজা খুলো :
সবুজ দেয়ালে শঙ্খ আঁকা,
ইলেকট্রিক আলো নীল সিল্কে ঢাকা
অভিনন্দিত ছোটো ঘরে :
উন্মুক্ত সেখানে জেনো এই দিন
চিরদিন,— স্মিতা,
যুগ্মতারা জ্বলজ্বল
তোমার সংসারে মঙ্গলিতা ॥

কাংগ্রা ছবি

তোরণে মণ্ডিত নীল, চিত্রদিন, একই সমর্পণ—
ময়ূর ঘরের রকে
বেগ্‌নি বাঁকা কণ্ঠ শূন্যে, চারু মেঘমালা,
শাদা মার্বেলের ছকে ছায়া আঁকে পাতা,
আপ্লুত প্রসন্ন বেলা কুসুমিত, বনের হরিণ
শাদা-তারা-চমকিত রেশ্‌মি বাদামী ত্বক্‌,
শৃঙ্গডাল, গুচ্ছ-গুচ্ছ লাল ফুল, জলে
রৌপ্যস্বর্ণ মৎস্যাঙ্কন, হরিৎ বিদ্যুৎ,
কৌতুকী লাবণ্যবর্ণা সংসারিণী, স্নিগ্ধরতা,
আত্মমুকুর দেখে, চুলে ধূপ পুষ্পবাস,
রঙিন সজ্জিত জনতার আনাগোনা।
নিবিড় দ্রাবিড়-আর্য হিমাচল তলে
আরণ্য উপনিবেশ ঢালু তটে,
পাটলী গোরুর পাল।
নিগূঢ় গ্রামের মন্দাকিনী,
শুভ্র ধুলো তটে চলে যোগী ভস্মমাখা
হাতে কমণ্ডলু; ধ্বজা কোনো মন্দিরের;
সমাজ সন্ন্যাস
পরিচ্ছন্ন একযাত্রা নিত্য উৎসবের ধরণীতে;
কৃষ্ণ রাধিকার প্রেমে আদি আলো-কালো
ওতপ্রোত,
চড়াই উৎরাই পথ চ'লে গেছে, কুলু-মণ্ডি দূরে।
বাজে যোগিয়াঁর সুর, অন্য রাগ-রঙের বদলে
অন্বয় রেখার লঘু বিচিত্রতা;

এক পরিপ্রেক্ষিতের আদিম সমতা স্তরে
লুপ্তির মুহূর্তপারে
আনত ছবির কাল ॥

ধর্ম্মকায়

বোবা করো,
বধির স্তব্ধতা দাও ;
যে-সম্পূর্ণ আত্মহীন,
অঙ্গ হোক তার সমাঙ্গীন
সর্বাস্তি প্রকাণ্ড শান্তির অবয়বে ;
দৃষ্টি তাও
চৈতন্যমণির খণ্ড হীরেয় চারিয়ে যায় ;
সৃষ্টি ধরো
যেখানে সমস্ত পাখা মুদে নামে নিচে
দ্যৌ-আকাশ ;
স্পন্দমান সব ঢেউ কবে
বর্ণিত বিশ্বের দূরে সমুদ্রের ব্যাপিত গুঞ্জনে
নিরঞ্জন সমাপ্তি উৎসবে ;
কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি
ভুবন মাটির সঙ্গে শঙ্খ শুক্তি কালের বেলায় ;
তারপরে অঙ্কুরিত ক্ষণে
বিস্মিত জননে নিয়ো ডাকি ॥

Zen-ধরনে

(কোয়ান্)

দ্রিমিদ্রিমি ঢেউ বুঝি সমে থামে
আগমের উপ্‌ছনো গতি নামে—
চাঁদ ডোবা অরণ্য ইশারা,
তারা স্তিমিতির তীরে ধারা।
কই ছায়া, নেই ঘূর্ণি, জল নেই,
কত জন পার হ'লো বহনের বেলা সেই—
ফেরিঘাট, হাট, লেন-দেন ;
কুহু ডাক, খর তরী, মেঘ-লাগা, কিছু নেই—
স্রোতহীন নদীহীন Zen ॥

(সাটোরি)

জন্মনীল চোখে দেখা
কালোর কাজল কচি ছায়া চোখে দেখা
শুধু তাই—
শুধু অবাকের দেখা
শুধু ঝুঁকে থাকা দেখা
কাঠ খড় বেড়াল বা জল—
যেখানেই দেখা,— ছাখে ;
যেখানেই ছোঁয়— সব ছোঁয়,
তাই এত খুশি।
একেবারে ॥

পদাবলী

পায়ের ছাপ কি দেখেছো ধুলোতে
ঠাকুরঘরের পথে যেতে, মাপ
কখনো মেয়ের, কখনো সে আঁকা
শিশুর চরণ গেছে আঁকাবাঁকা
কত অসংখ্য তাঁরি আনাগোনা
সাক্ষাৎ ভগবান।
প্রাচীন দ্রাবিড়, অরণ্য-কোনা
জুড়ে বুনো ধান বুনেছে নিবিড়
গেয়েছে কী গান, প্রাণমন্দিরে
ভারতী মাটিতে পদপাত রেখে গেছে।
ঠাকুরঘরের পথে, প্রতি ধাপ,
ধর্মের-আগে আরো সে-ধর্মে
গোপন মর্মে নিয়ো পদ-ছাপ ;
যিনি এসেছেন যুগে-যুগে আসা
শুনে সেই ভাষা, দূরে দ্বার থেকে
এসো ফেলে রেখে ঠাকুরঘরের ভান,
পথের ধুলোতে কোরো সন্ধান॥

দয়িতা

বড়ো ব্যথা পেয়েছিলো অগাধ জলের ধারে গিয়ে।
ডুবতে পারেনি একা,
দূরের তীরের রেখা
তখনো আশায় ছিলো ছলছায়া দিগন্ত ব্যথিয়ে।
ওগো সে গহন জল
ওগো মৃত্যুহীন তল
আপন বুকের মায়া ভীরু লগ্নে গোপনে বিলীন,
সেখানেই পেত তাকে সঁপে দিয়ে সর্বস্ব সেদিন।
ব্যথা নিয়ে দাঁড়ালো সে নিরবধি জলধারা পারে—
স্বয়ম্বরা চলে আজ খুঁজে বেলা পথের সংসারে ॥

ইমন কল্যাণ

অবান্তর হোক মন তির্যক পূর্বতা বেয়ে,
প্রাত্যহিক ঘের থেকে।
মুহূর্তের ব্রহ্মসূত্র জ্বলা
সেই বিন্দু : ফিরে যেন দেখে
অনন্যতার নীল তলে

আগ্নিক আয়ুতে গাছ ওঠে
ওক্‌-অ্যাকান্থাস্‌
বনস্পতি ওষধির শ্যামে
সোম দ্রাক্ষা গলা;

অদ্বৈত হাওয়ায় ঝাঁকে-ঝাঁকে
নীরেখ আকাশে বিশ্ব চলে॥

প্রথম নিত্যের প্রাণ : অপ্রতিম ধারা
তন্মাত্র এ ধরণীর,
তাতে পাড়ি দেয় জনে-জনে
উদ্বেল দূরের জলে;
কারা খেলা করে ঘাটে, হুলু দেয়, কারা
পাট ধান চষে,
স্থিতিলগ্নে নিবাত অচলা
মঙ্গল ঘরের মণি;
বাড়ি বেঁধে হঠাৎ কে যায়
ফেরে না রাস্তায় আর

কথার রশ্মিতে আকস্মিক
আড়ে গাঁথা প্রত্যক্ষতা,
তারপর থেমে যাওয়া ধ্বনি
প্রতিধ্বনি কিছুক্ষণ ॥

দিঘি

যেখানে সে ডুবে আছে
সেখানে জল নেই,
সোনালি দোলে ঝিনুক তল
মুক্তো ঝলক,
আরো গহন আলোর নীল।

সেখানে ঢেউ নেই,
অবগাহনের প্রতি পলক
চেতনা ঢালে অচঞ্চল,
শৈল পাখি আকাশে মিল,
তীরের আনন।

নীরন্ধ্র এই বন্যাঘাত,
হাল্কা তবু হাওয়ার পাত।
কানে কানেই ঝরে বাঁশি
সেখানে কেউ নেই।
মধুকোরকে মুকুলরাশি
কমল দল নেই॥

শীতের সন্ধ্যা

শাদা-কালো-ছায়া সিল্কের পটে
        আঙুল-তোলানো শিল্প
সারি-সারি এই পাতাহারা ডাল আঁকে
            বরফ নদীর বাঁকে—
কোন সবুজের বুনুনি ওদের, ভাবি,
            বসন্ত চ'লে-যাওয়া
        বসন্ত ফিরে-আসা,
ফ্রস্টের শীতকণিকা ঝরানো
            লুপ্ত বেলার তটে
        ঢাকা সে স্বপ্নকাল ;
অদৃশ্যে গাঁথে, দোলে অঙ্গুলি ডাল ॥

বসন্তে ঘন যৌবনী বন
            ঢাকে সেও আসলতা,
        রিক্ত হাড়ের কথা।
        যে-রেখা স্থিতির : দুয়ের অতীত,
            নয় যৌবন, জরা,
তার এককতা যেখানে গ্রথিত
সে-রূপ ধরে কি
গাছের প্রতীকে শীতের শিহর বেলা।
সারি-সারি ডালে শিল্প পটের রেখা
        —ওদের আঙুল নির্দেশ চেয়ে দেখি ॥

ত্রয়ী

(বোধিসত্ত্ব)

কালো পাথরের শীতে অচল মূর্তির সারি জমে
প্যাসিফিক তীরে ম্যুজিয়মে।
স্থিতির ভগ্নাংশ কাল, বাক্-হারা ভাঙা দেহে ছায়
বিকীর্ণ মসৃণ বারান্দায়।
পণ্যের সংগ্রহে সখ্য, সযত্নে বিস্মৃত কক্ষে তারি
পর্যটক করে পায়চারি :
এরি মধ্যে অবিকার বোধিসত্ত্ব তুমি আছ ব'সে
নির্বাসিত স্তূপের প্রদোষে—
কারা এনে ফেলে গেছে এশিয়া-রাশির বস্তু কেনা,
নম্বর টিকিটে যাবে চেনা,
আদি যাত্রী আলোকের প্রয়াণ তোমার পদ্মচোখে
আজো নিমীলিত ধ্যানলোকে,
জটিল যুগের দৃষ্টি হঠাৎ প্রস্তর-উজ্জীবনে
খুলবে কি এই অন্ধ ক্ষণে ?

২

(মনাঙ্ক)

মণিপদ্ম মণিমন্ত্র তুমি
ওঁ
ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে আজ
নেত্র কোণে বহুপূর্বী
ওঁ
নিয়ন্ত্রিত জ্বলজ্বল
ক্যাল্ডিয় নক্ষত্র দেখে মেষের-পালক
স্বচ্ছাকাশে

আদি রাশি সাংখ্যদৃষ্টি ওঁ ভারতীয়
উর্ধ্ব জ্যামিতিক কায়া মিশরের
শান্ত সূর্য চীন সমাঙ্কন
উত্তাল চিন্তন নীল আয়োনয়িন
কোথাও আরব লাল সমুদ্রের গাণিতিক
উজান লবনজল রেখা
ওঁ
তুমি সেই হৃদয়ের রত্নকোষ বেগ্‌নি রশ্মি
দিক্‌-নাবিক
পর্বতী তিব্বতী ওঁ
ধ্বনি ওঁ
দুরূহ আরব্ধ পথে
তোমার মুখের জ্যোতি পৌছিয়ে দেবে ॥

৩

(মহাঙ্ক)
বাহিরে ট্রাফিকে প্রৈতি কিসের অন্বেষী
(জাগো জনদেব জনে-জনে)
যুগের ঘর্ঘর ক্রমে বেশি।
সীমাভ্রষ্ট মনো-ঢেউ শানে মাথা কোটে
(জাগো জনদেব)
সংঘে-সংঘে শক্তির সংকটে।
(জাগো জনতার দেব জনে-জনে)
সৌধবন্দী লুব্ধতার শিল্প কা'রা দামী বিঘ্নে ঘেরে
—সাম্য সেও হন্য মন্ত্রে ফেরে—
(জাগো জনদেব)
জাতির দৌরাত্ম্য ক্ষোভ অশান্তির মানচিত্রে আঁকা

দেশে গ্রামে ওড়ে ছায়া-পাখা।
      (জাগো জনতার দেব জনে-জনে)
যে-প্রভব ঐশিতার মূল্যে বীর্য ঢালে
মহার্ঘতা যার মহাকালে
(জাগো জনদেব)
      প্রলয় প্রস্তুতি দিনে আত্মাহুতি মত্ততায় কাঁপা,
      সে-দৃষ্টি যায় না তবু চাপা।
      (জাগো জনতার দেব জনে-জনে
      জাগো জনদেব)
যে-আগুন দাহ নয়, দীপে দীপ্তি, সংদাহের দিনে
ঘরে-ঘরে নিতে হবে চিনে :
      (জাগো জনদেব)
কৌশলীর কালো দ্বন্দ্বে আণব-বর্বর লগ্নে ভাবি
      (জাগো জনদেব)
গড়া হবে কার ভস্ম দাবি।
(জাগো জনদেব জনে-জনে)
যে-মৈত্রী ও-ভুরু ছোঁয়, তোলে শুভ্র করুণা তর্জনী
(জাগো জনদেব)
রুধির-প্রদিগ্ধ দিনে তারি মুক্তি গণি।
(জাগো জনতার দেব জনে-জনে॥)

অমরাবতী

সেও তো শরীর, সূক্ষ্ম, ব্যাপ্ত তনু, আমার শরীর
সুষম আকাশ-তন্তু মনে গাঁথা হ'য়ে অন্তর্জাল,
প্রসারিত সুনিবিড় এক জীবনের আয়ুকাল।

স্ফটিক আলোয় স্বচ্ছ ইন্দ্রিয় উজ্জ্বল হ'লো স্থির,
মিলন অপার কেন্দ্র, যেন প্রাণে নেই অন্তরাল,
মুহূর্তে বিদীর্ণ কত নিটোল মণির মালা গাঁথা।

সত্তার অঘ্রানে সোনা, ধান ভানা, আবিষ্ট গভীর
ঘরের অসংখ্য কাজে কার হাসি জাগে নব সুখে,
দোলনায় দোলে শিশু, তালি দেয়, মধু রৌদ্রদাতা

শর্ষে তিসির খেতে ঢেলেছে সবুজ মজ্জা রস,
সংযুক্ত বাসনা পুষ্পে, মেঘে কালো, শ্রাবণের বুকে
দূরের ঘনানো কান্না, এই আয়ু দেহে হ'লো পাতা

বহু জীবনের সন্ধি, ভিন্ন দেশ, ইচ্ছামন্ত্রে বশ
বায়ুতরী পারাপার এরোড্রোমে, রুদ্র ভাগ্যজয়
মহাদেশ আলোকিত মানুষের গড়া লোকালয়

ঝঞ্ঝার সমুদ্র কেটে ; স্রোতে বয় উত্তর জীবন
মাটির ভবিষ্য বেয়ে সংহতির দুরূহ ইশারা
নতুন নগরে, গ্রামে। এখানে সায়াহ্নে দৈবক্ষণ

সমস্ত ঈপ্সিত ধ্যানে এনেছিলো যুগ্ম আঁখিতারা ;
তুলসী-তলায় আঁকা সিঁড়িশেষে অমরাবতীর
আরো কোন কায়া পারে ছায়ায় অদৃশ্য ঢাকে তীর ॥